ও-আই-সি তে যুদ্ধাপরাধীর পরাজয় – বিশ্ব মুসলিমের বিজয়

ড. এ – কে আব্দুল মোমেন

আল্লাহ নিশ্চয়ই মুসলমানদের সহায় এবং তা নাহলে বিশ্ব মুসলমানদের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান 'অরগেনাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স' এর মহাসচিব পদে এমন একজন লোক নির্বাচিত করেছেন যিনি মুসলমানদের বর্তমান দুর্দিনের দিনে তাদের অবস্থান আরও বিতর্কিত ও সংকটময় করবেন না। বিশ্ব মুসলিমের প্রার্থনা সর্বজ্ঞানী আল্লাহ সোবহানাতায়লা গ্রহণ করেছেন বলে তাকে জানাই হাজারো মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

ধর্ম নিরপেক্ষ মুসলিম রাষ্ট্র তুরস্কের মনোনীত প্রার্থী ড. একলিমুদ্দিন ইনমানুগলু সর্বমোট ৩২টি ভোট পেয়ে ও-আই-সি'র নবম মহাসচিব পদে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি একজন অধ্যাপক ও গবেষক। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দু'জন প্রথমত ঃ বাংলাদেশের বহুল বিতর্কিত যুদ্ধাপরাধীরূপে পরিচিত বহু খুনের কেইসে জড়িত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক উপদেষ্টা জনাব সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী। অপরজন হচেছন মালয়েশিয়ার প্রবীন কূটনীতিক। তারা দু'জনেই প্রত্যেকে ১২টি করে ভোট পান। ও-আই-সি'র ইতিহাসে এই প্রথম মহাসচিব পদে গোপন ব্যালটে নির্বাচন হন।

ও-আই-সি'র জন্ম ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে যখন ইসলামিক কনফারেন্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা সর্ব প্রথম জমায়েত হন। ঐ সালে মালয়েশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আলহাজ্ব তুং আবদুর রহমান পুত্রা ও-আই-সি'র প্রথম মহাসচিব নির্বাচিত হন। তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ও দায়িত্ববান নেতা হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। ইসলামী কনফারেন্সের নিয়মাবলী অনুযায়ী মহাসচিব বা সেক্রেটারী জেনারেল হচেছন ও-আই-সি'র সর্বোচ্চ কর্তা ব্যক্তি। এই সংস্থার সকল দায়-দায়িত্ব, সুনাম ও অপকৃর্ত্তি তার উপর ন্যাস্ত। মহাসচিব ৪ বছরের জন্যে নির্বাচিত হন। তবে সদস্য রাষ্ট্র সমুহের অনুমোদনে তিনি সর্বোচ্চ ৮ বছর মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। ও-আই-সি'র ৩৫ বছরের ইতিহাসে ড. একলেমুদ্দিনকে নিয়ে সর্বমোট নয়জন মহাসচিব নির্বাচিত হলেন এবং এদের মধ্যে মাত্র একজন নাইজেরিয়ার বিশিষ্ট শিক্ষক ও গবেষক ড. হামিদ আল গাবিদ (১৯৮৯-৯৬) এ আট বছর মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। বাকীদের অধিকাংশই সর্বমোট চার বছর বা খন্ডকালীন মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। ও-আই-সি'র মহাসচিবদের নাম, দেশ ও মেয়াদের বিবরণ নিম্নে দেয়া গেল ......

ক্রমিক নং	মহাসচিবের নাম	দেশ	সময়কাল
১	তুং আবদুর রহমান পুত্রা	মালয়েশিয়া	১৯৭০-১৯৭৩
২	হাসান আল তোহামি	মিসর	১৯৭৪-১৯৭৫
৩	ড. আসাদু করিম গায়ী	সেনেগাল	১৯৭৫-১৯৭৯
৪	হাবিব চাতি	তিউনিশিয়া	১৯৭৯-১৯৮৪
৫	সৈয়দ শরফুদ্দিন পীরজাদা	পাকিস্তান	১৯৮৫-১৯৮৮
৬	ড. হামিদ আল গাবিদ	নাইজেরিয়া	১৯৮৯-১৯৯৬
৭	ড. আয়েদ্দিন লারাকি	মরক্কো	১৯৯৭-২০০০
৮	ড.আব্দুল ওয়াহেদ বেল্‌কাজিজ	মরক্কো	২০০০-২০০৪
৯	ড. একলেমুদ্দিন ইনমানুগলু	তুরস্ক	২০০৫-

সূত্র ঃ ও-আই-সি সেক্রেটারীয়েট, জেদ্দা-২০০৪

জনাব হাবিব চাতি ও সৈয়দ শরফুদ্দিন পীরজাদা মহাসচিব নির্বাচিত হবার পুর্বে তিউনিশিয়া ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। তারা উভয়ই আইন পেশাজীবিও ছিলেন। বাকীদের অধিকাংশই হচ্ছেন নামকরা শিক্ষক ও গবেষক। লক্ষ্যনীয় যে, যারা মহাসচিব হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন তাদের প্রত্যেকের রাষ্ট্র যেমন মালয়েশিয়া, মিসর, সিনিগাল, তিউনিশিয়া, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, মরক্কো এবং তুরস্ক- এদেশগুলো হচেছ ও-আই-সি মহাসম্মেলনের ফাউন্ডার সদস্য রাষ্ট্র। বাংলাদেশ (পাকিস্তানের অংশ হিসাবে ফাউন্ডার রাষ্ট্র) বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে ১৯৭৪ সালে ও-আই-সি'র সদস্য হয়। গেল ২০০০ সালে শেখ হাসিনা সরকার যখন প্রাক্তন স্পীকার ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী মরহুম হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীকে মনোনয়ন দেন তখন অনেকেরই আশা ছিল যে, হুমায়ুন রশীদের মতো উন্নত ক্রিডেনশিয়াল ওয়ালা যিনি সংযুক্ত জাতি সংঘেরও সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই নির্বাচিত হবেন। তবে শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশ পদবীটি হারায়। কারো কারো মতে মরক্কোর নতুন রাজা মোহাম্মদের বিশেষ অনুরোধে তখন স্থির হয় যে, পরবর্তী মহাসচিব অবশ্যই বাংলাদেশ হবে। সুতরাং এ বছরে

বাংলাদেশের এক সুবর্ণ সুযোগ ছিল কিন্তু অত্যন্ত দু:খের বিষয় যে, খালেদা-নিজামী জোট সরকারের অদুরদর্শীতা, একগুয়েমী ও অর্বাচীনের মতো মনোনয়ন প্রদানে বাংলাদেশ পদটি হারালো। বাংলাদেশের মনোনীত প্রার্থী সা-কা চৌধুরী একজন বিতর্কিত ব্যক্তি। তার বিরুদ্ধে গেল ৩৩ বছর থেকে ক্ষণে ক্ষণে পত্র-পত্রিকায় রাজনৈতিক দ্বন্ধের বাইরে 'ক্রিমিনাল' কেইসের বহু খবরাখবর বের হয়েছে। খুন-খারাবি, হত্যা-নির্যাতন, বেআইনী ব্যবসা ইত্যাদির সাথে তার নাম সব সময়ই জড়িত। রাউজান থানায় তার বিরুদ্ধে প্রায় ২৪টি ক্রিমিনাল কেইস এর মামলা রয়েছে।

তাছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালে তিনি যুদ্ধ-অপরাধ ও মানবিক মুল্যবোধের অপরাধে জড়িত। তার বিরুদ্ধে অপরাধের রায়ও বেরিয়েছে। এমতাবস্থায় এমন ব্যক্তিত্বকে মনোনয়ন দান অবশ্যই অর্বাচিনের মতো দায়িত্বহীন সিদ্ধান্ত। কসোবোর মিলসোবিক যুদ্ধ অপরাধে অপরাধী- সারা বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ অপরাধীদের অত্যন্ত ঘৃন্য চোখে দেখা হয়। তাছাড়া যারা ধর্মান্ধ ও মৌলবাদী বর্তমান বিশ্বে তারা সে সমস্ত দেশের কুলাঙ্গার-দেশের লজ্জা। এমন লোকদের পুলিস ষ্টেটে বা তালিবান সরকারে স্থান হওয়া সম্ভব-ভদ্র সমাজে তারা সকলের ঘৃনার পাত্র। তাদের নির্বাচিত করলে যারা তাদের নির্বাচিত করবে তাদের অবশ্যই অমঙ্গল বয়ে আনবে।

মুসলমানদের বিশ্বজুড়ে অবস্থান আজ বড্ড সংকটময় ও নাজুক। এর মুল কারণ হচ্ছে কিছু সংখ্যক মুর্খ, অপরিনামদর্শী স্বঘোষিত জেহাদীরা। এরা মুসলমানের সর্বনাশের হাতিয়ার, ওরা খুনী, ওরা সত্যিকার মুসলমান নয়। আল্লাহর নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ) এর আদর্শে এরা অনুপ্রাণিত নয়। এরা ইসলামের নামে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে বদ্ধ পরিকর। আজ বিশ্বজুড়ে ধর্মের সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে, এমন দিনে মুসলমানদের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান ও-আই-সি'র দায়িত্ব অপরিসীম। এ সংস্থার সর্বোচ্চ পদবী মহাসচিবের দায়-দায়িত্ব তাই এমন লোকের উপর ন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন যিনি ধর্মান্ধ নয়, উগ্র জিহাদী নয় বরং ইসলামের সহমর্মিতা, সাম্য ও ঐক্যের বাণী নিয়ে অগ্রসর হতে পারেন।

খালেদা-নিজামী সরকারের মনোনীত প্রার্থী উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, নারী বিদ্বেষী, পরধর্মবিরুদ্ধ মনোভাব শুধু ব্যক্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি- পর ধর্মের লোককে নির্দয়ভাবে হত্যা করার অভিযোগেও অভিযুক্ত। এমন লোক যদি মহাসচিব নির্বাচিত হতেন তাহলে বিশ্বের প্রচার মাধ্যম শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা মুসলমানের বদনামে সোচ্চার হতো। তার ফলে সারা বিশ্বের মুসলমানের অবস্থান আরো অধিকতর সংকটময় ও জটিল হতো। আল্লার অশেষ কৃপা তিনি স্বয়ং বিশ্বের মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন-দেশে দেশে সারা বিশ্বের সত্যিকার মুসলমানরা তাই আজ মহান আল্লাহর কাছে শোকরানা জানাচ্ছে। বাংলাদেশের জোট সরকারের মনোনীত প্রাথীর পরাজয় তাই বিশ্ব মুসলিমের বিজয়, তাদের নাজাত লাভ- এ বিজয় বিশ্ব মুসলিমের।

তবে প্রশ্ন হচ্ছে এ পরাজয়ের প্রেক্ষিতে জাতি কি আশা করতে পারে যে উগ্র মৌলবাদী, সন্ত্রাসী, বাংলাভাই, ও তাবত যুদ্ধ-অপরাধী, ধর্মান্ধ ও জেহাদীদের কাছ থেকে বি-এন-পি নেতৃত্ব সরে দাঁড়াবে? বি-এন-পি নেতৃত্বেও মডারেট, সহনশীল দেশ প্রেমিক, মুসলিম উম্মা-প্রেমিক সদস্য রয়েছেন আজ তাদের সোচ্চার হবার দিন এসেছে। তারা তাদের বিবেকের তাড়নায় সায় দেবেন- ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থ বা স্থুল ধন-সম্পদ বা পদবীর লালসায় দেশের বৃহত্তর স্বার্থ বা গোটা উম্মার বৃহত্তর স্বার্থ জলাঞ্জলি দেবেন না- এই কামনা করি। বি-এন-পি র প্রাক্তন মাহসচিব ও বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী বিবেকের তাড়নায় জনগনের কাতারে ফিরে এসেছেন- এবারে স্বদেশ প্রেমিক বাকী নেতৃত্বের পরীক্ষার পালা।

বাংলা ভাই, হরকতুল জেহাদ বা সাঈদী-সালাহউদ্দিন কাদের গোত্রকে যারা মদদ দিচ্ছে তাদের থেকে সাবধান - তারা দেশের ভাবমূর্তি বা সুশাসনের সহায়ক নয়। গরীব কৃষককুল, গারমেন্টস্ ব্যবসায়ী ও শ্রমিকবৃন্ধ এবং বিশেষ করে দেশের এন-জি-ও কর্মীরা দেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি'র বদনাম ঘুচিয়ে স্বয়ং-সম্পন্ন সম্ভাবনাময় রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠায় যে ব্রত নিয়েছেন তাদের সে প্রচেষ্টায় বার বার বাঁধা হয়ে উঠছে দুর্ণীতিপরায়ন আমলাতন্ত্র। মৌলবাদী জোট সরকার এবং তাদের মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী ও ধর্মান্ধ জিহাদীরা দেশ-জাতির উন্নয়নে প্রধান বাঁধা। এসব সন্ত্রাসী ও ধর্মান্ধ জিহাদীদের নির্মুল না করলে দেশে নতুন বিনিয়োগ ও উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশের ভাবমুর্তির উৎকর্ষও সম্ভব নয়।

ড. এ - কে আব্দুল মোমেন
বষ্টন, ইউ, এস, এ
১৮ জুন ২০০৪ইং

লেখক ঃ অর্থনীতিবিদ, অধ্যাপক, কলামিষ্ট
E-mail: dr_abdulmomen@yahoo.com